প্রথম আলো

তারিখ 09 JUL 2010
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন জমা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠা দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে নিপীড়নবিরোধী সেল। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপাচার্য শরীফ এনামুল কবিরের কাছে এ প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন সেলের প্রধান খুরশীদা বেগম।

জানা যায়, ২০০৮ সালের ৩ মে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের চার ছাত্রী বিভাগীয় এক সহযোগী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির লিখিত অভিযোগ করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ১৩ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় ওই শিক্ষককে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। বিভাগের শিক্ষার্থীরা সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে ওই শিক্ষককে বিভাগে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন। ২০০৮ সালের ২১ অক্টোবর ওই শিক্ষক বিভাগে গেলে শিক্ষার্থীরা তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ওই দিনই বিভাগের ছয় শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করে। ২০০৮ সালের ২৭ নভেম্বর মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র, নিজেরা করি, কর্মজীবী নারী, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও কামাল লোহানী জনস্বার্থে ঘটনার পুনঃ তদন্ত, শিক্ষার্থীদের বহিষ্কার ও শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়াকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করে। পরে ২০০৯ সালের ১৭ মে হাইকোর্ট পুনঃ তদন্ত করতে ও ছয় শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করে। এরপর গত ১৫ এপ্রিল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এক সহযোগী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে উপাচার্যের কাছে নিপীড়নের অভিযোগ করেন একই বিভাগের এক শিক্ষিকা। উপাচার্য অভিযোগটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত নিপীড়নবিরোধী সেলে পাঠান। এরপর হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে গঠিত তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করে।

সেলের প্রধান খুরশীদা বেগম বলেন, সন্ধ্যায় প্রতিবেদনটি উপাচার্যের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। পরে সিন্ডিকেটের সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।